প্যারিসের চিঠি – ৫

ওয়াসিম খান পলাশ

প্রতি বছর সামারে প্যারিস এবং ইল দো ফসের প্রায় প্রতিটি এলাকায় ফেত দু কারতিয়ের আয়োজন করা হয়। ফেত দু কারতিয়ে হলো প্রতিটি এলাকা বা মহল্লার অধিবাসীদের আনন্দের একটি দিন। অনুষ্ঠানটি একই মেরীর (মিউনিসিপ্যাল) তত্বাবধানে বিভিন্ন মহল্লায় বিভিন্ন দিনে হতে পারে বা হয়ে থাকে। এই ফেত দু কারতিয়ে মুলত ষ্টেজ প্রোগ্রাম হয়। বিশাল ষ্টেজ তৈরী করে করা হয় ওপেন কনসার্ট। ষ্টেজে এসে সবাই তার বক্তব্য ও অনুভুতি ব্যাক্ত করে থাকে। কেউ গান গায়, কেউবা যাদু দেখায় আবার কেউ শারীরিক কছরত প্রদর্শন করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কবিতা,গান, ছড়া আবৃতি করে। এলাকাবাসীরা স্বপরিবারে এই ফেত দু কারতিয়েতে অংশ নিয়ে থাকেন। এতে এলাকাবাসী একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়।

ফেত দো কারতিয়ের একটি অনুষ্ঠান

এতে করে এলাকারবাসীরা একে অপরকে খুব ভাল ভাবে চিনে-জানে। সুখ-দুখের অংশীদার হয়ে থাকে। বর্তমানে ফরাসীদের জীবন অনেক ফাষ্ট ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও খুব

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

বেশীদিন আগের কথা নয়, ১৯৫০ সালের দিকেও ফরাসীরা ছিল খুব সামাজিক। বিশেষ করে প্রতিটি এলাকা বা পাড়ার লোকজন নিজেরা একটি পরিবারের মতো বাস করতো।প্রতিটি এলাকায় বা মহল্লায় অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের বিনোদন মুলক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হতো।

এই মেলাকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের ষ্টল বসে। বুক ষ্টল, খেলনার ষ্টল, মিষ্টিজাতীয় খাবার ও খাবারের ষ্টল। খাবারের ষ্টল গুলোতের পাওয়া যায় সেন্ডুইজ, বারবিকিউ, আর সাথে বিক্রি হয় পাণীয় যেমন কোকা, পেপসি, স্প্রাইট ইত্যাদি। এ ছাড়া বিনোদনের জন্য আরও থাকে ষ্টল যেখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের রং-তুলি দিয়ে সাজানো হয়। কেউ স্পাইডার ম্যান,কেউ বিড়াল,কেউ প্রজাপতি, কেউবা ভুত আবার কেউবা জোকার সেজে ঘুরে বেড়ায়।

ফেত দু কারতিয়েতে খাবারের ষ্টল

এছাড়া থাকে সুইমিংপুল ও খেলাধুলার ব্যাবস্থা। এলাকার মেয়র উপস্থিত থেকে সমস্ত অনুষ্ঠানটি তদারকি করে থাকেন। অনুষ্ঠানের ফাকে ফাকে তিনি এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেন- কুশল বিনিময় ছাড়াও তাদের সুখ দুখের কথা, এলাকার উন্নয়নে এলাকাবাসীর পরামর্শ শুনেন।

প্যারিস – ১৫-০৭-০৮

Polashsl at yahoo.fr

চলবে -------------

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com